

ঔটাশাক চাষের বিস্তারিত বিবরণী

ফসল : ঔটা শাক

জাতের নাম : বারি ঔটা-১

জনপ্রিয় নাম : লাবণী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৫০-৬০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কাণ্ড খাড়া হালকা বেগুনী রঙের, নরম ও কম আঁশযুক্ত। পাতার নিচের অংশ গাঢ় বেগুনী এবং উপরের অংশ গাঢ় সবুজ রঙের। দ্রুত বর্ধনশীল জাত।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫০ - ১৬০

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমাণ : ৮-১০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

চৈত্র-আষাঢ় (মার্চ-জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

বীজ বোনার ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : ঔটা শাক

জাতের নাম : বারি ঔটা-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬০-৭০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কাণ্ড খাড়া, নিচের দুই তৃতীয়াংশ হালকা বেগুনী এবং পাতার উপরের অংশ গাঢ় সবুজ। দ্রুত বর্ধনশীল জাত। কাণ্ড নরম ও কম আঁশযুক্ত। পাতার উপরের অংশ হালকা রঙের।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২৫ - ১৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৩২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ৮ - ১০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

চৈত্র-আষাঢ় (মার্চ-জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

বীজ বোনার ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : ডাঁটা শাক

পুষ্টিমান :

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যপযোগী ডাঁটাশাকে জলীয় অংশ ৯২ শতাংশ, খাদ্যশক্তি- ২৩ কিলোক্যালোরি, আমিষ- ২.৫ গ্রাম, চর্বি- ০.৩ গ্রাম, শ্বেতসার- ৪.০ গ্রাম, ভিটামিন এ- ২৯০০ আন্তর্জাতিক একক, ভিটামিন সি- ৪৩ মিলিগ্রাম, ০.০৩ মিলিগ্রাম থায়ামিন, ০.১৬ মিলিগ্রাম রিবোফ্লাবিন, ৮৫মাইক্রোগ্রাম ফোলেট, ২১৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৫০ মিলিগ্রাম ফসফেট, ২.৩ মিলিগ্রাম আয়রন, ২০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম ও ৬১১ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম আছে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ২৬/১০/২০১৮।

ফসল : ডাঁটা শাক

বর্ণনা : ডাঁটা শাক চাষে বীজতলার প্রয়োজন নেই।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

ডাঁটা শাক চাষে বীজতলার প্রয়োজন নেই।

ভাল বীজ নির্বাচন :

দুটি জাতের মধ্যে ২০০ মি. দূরত্ব বজায় রাখুন। বীজ উৎপাদনের জন্য লাইন থেকে লাইন ১৫ ইঞ্চি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৮-৯ ইঞ্চি। রোগ-পোকা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। বীজ কালো রং ধারণ করলে সংগ্রহ করুন। ফল হাতের তালুতে নিয়ে ঘষলে সহজে কালো বীজ বের হয়ে এলে বীজ সংগ্রহ করুন। বীজ কালো রং ধারণ করলে সংগ্রহ করা যাবে।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : ডাঁটা শাক চাষে বীজতলার প্রয়োজন নেই।

বীজতলা পরিচর্চা : ডাঁটা শাক চাষে বীজতলার প্রয়োজন নেই।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : ডাঁটা শাক

চাষপদ্ধতি :

জমি ভালোভাবে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করতে হবে। বেশি ভেজা মাটিতে বীজ বোনা যাবে না। মাটির সাথে সার মেশানোর পর ৩ মিটার চওড়া করে বেড তৈরি করতে হবে। দুই বেডের মাঝে ১২ ইঞ্চি চওড়া ও ৮ ইঞ্চি গভীর নালা রাখতে হবে। লাইনে বীজ বোনা ভালো। একটি কাঠি নিয়ে বেডে ১০ থেকে ১২ইঞ্চি পরপর ১ থেকে ১.৫ সেন্টিমিটার গভীর করে লাইন বা দাগ টেনে তার মধ্যে ডাঁটার বীজ বুনতে হবে। লাইনে এমন ভাবে বীজ বোনার পর হাত দিয়ে দাগের দুপাশের মাটি টেনে বীজ ঢেকে দিতে হবে। জমি শুকনো বা মাটিতে রস কম থাকলে বীজ বোনার পর ঝাঁঝি দিয়ে সারি বরাবর হালকা সেচ বা পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। এতে বীজ ভালো গজাবে। জমি জো এনে বীজ বোনা ভালো।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭

ফসল : ডাঁটা শাক

মৃত্তিকা :

পানি জমে না এমন বেলে দোআঁশ- এঁটেল দোআঁশ।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

ফসলের সার সুপারিশ (হেঃ প্রতি) :

জৈব/ গোবর সার ১০ টন, টিএসপি ১০০ কেজি, ইউরিয়া ১০০কেজি এবং এমওপি ৭৫ কেজি সার শেষ চাষের সময় সমানভাবে ছিটিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিন। বীজ বোনার ২০ দিন পর ইউরিয়া ১০০কেজি এবং বীজ বোনার ৪০ দিন পর ইউরিয়া ১০০কেজি সার উপরি প্রয়োগ করুন। টিএসপি সারের বদলে ডিএপি সার দিলে প্রতি কেজি ডিএপি সারের জন্য ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কম দিবেন। এলাকা বা মৃত্তিকাভেদে সারের পরিমাণে কম-বেশি করুন।

ফসলের সার সুপারিশ (শতক প্রতি) :

জৈব/ গোবর সার ৪০ কেজি, টিএসপি ৪০০ গ্রাম, ইউরিয়া ৪০০ গ্রাম এবং এমওপি ৩০০ গ্রাম সার শেষ চাষের সময় সমানভাবে ছিটিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিন। বীজ বোনার ২০ দিন পর ইউরিয়া ৪০০ গ্রাম এবং ৩০০ গ্রাম এমওপি সার উপরি প্রয়োগ করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সল : ডাঁটা শাক

সেচ ব্যবস্থাপনা :

শুষ্ক মৌসুমে এক সপ্তাহ পর পর সেচ দিতে হবে। নতুবা শাক খসখসে হয়ে যাবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

1 : জমিতে পানি যাতে না জমে সে জন্য পানি বের করার ব্যবস্থা রাখুন। পানির আপচয় রোধের জন্য ফিতা পাইপ/ফুটপাম্প/ঝারির সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করুন।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

কলসি দিয়ে ড্রিপ সেচ দিন। কলসির নিচে ড্রিল মেশিন দিয়ে ছোট ছিদ্র করে তাতে পাটের আঁশ প্রবেশ করাতে হবে। কলসি মাদার মাঝখানে এমন ভাবে বসাতে হবে যেন ছিদ্র ও আঁশ মাটির নিচে থাকে। কলসির ছিদ্রের সাথে যুক্ত পাটের আঁশ আস্তে আস্তে গাছের গাঁড়ায় পানি সরবরাহ করবে। মাদা সবসময় ভিজা থাকবে ফলে লবণাক্ত পানি উপরে উঠে আসবে না।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : ডাঁটা শাক

আগাছার নাম : কাঁটানটে

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি, খরিফ

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : ডাঁটা শাক

বাংলা মাসের নাম : বৈশাখ

ইংরেজি মাসের নাম : মে

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি , খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : খরা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

সেচ নালা, সেচ যন্ত্র প্রস্তুত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

ঝরনা/ ঝাঁঝি দিয়ে সেচ দিন।

প্রস্তুতি : সারিতে বুনুন, যাতে জমিতে সেচের পানি সমানভাবে জমিতে দেওয়া যায়। নালা তৈরি করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

[কৃষি তথ্য সার্ভিস \(এআইএস\), ১২/০২/২০১৮।](#)

ফসল : ডাঁটা শাক

বাংলা মাসের নাম : শ্রাবণ

ইংরেজি মাসের নাম : অগাস্ট

ফসল ফলনের সময়কাল : সারা বছর

দুর্যোগের নাম : অতিবৃষ্টি ও জলাবদ্ধতা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

জমির পানি বের করার জন্য নালা তৈরি ও মেরামত করে রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

জমির পানি বের করার জন্য নালা কেটে দিন।

প্রস্তুতি : পানি বের করে দিতে নালা তৈরি ও মেরামত করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

[কৃষি তথ্য সার্ভিস \(এআইএস\)](#), ২৭/১০/২০১৮

ফসল : ডাঁটা শাক

পোকাকার নাম : জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট।

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়। তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের পর্যায় : ফলের বাড়ন্ত পর্যায়, ফুল

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা, ফল, ফুল

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক, নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করুন। নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : ডাঁটা শাক

পোকাকার নাম : পাতা সুডঙ্গকারী পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণবয়স্ক পোকা ৫-৬ মিলিমিটার লম্বা বাদামি রঙের। কীড়ার মাথা বাদামি এবং দেহ হলুদাভ থেকে হালকা সবুজ রঙের।

ক্ষতির ধরণ : খুদে কীড়া পাতার দুইপাশের সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। তাই পাতার উপর আঁকা বাঁকা রেখার মত দাগ পড়ে এবং পাতা শুকিয়ে বাড়ে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক, নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-রিপকর্ড ১০ তরল অথবা সিমবুশ ১০ তরল ২০ মিলিলিটার / ৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগাম বীজ বপন করুন। সুসম সার ব্যবহার করুন। সঠিক দুরত্বে চারা রোপন করুন।

অন্যান্য :

পাতায় ডিম দেখলে তা তুলে ধ্বংস করুন। পোকা সমেত পাতাটি তুলে পায়ে মাড়িয়ে বা গর্তে চাপা দিয়ে মারুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : ডাঁটা শাক

পোকার নাম : পাতা মোড়ানো পোকা

পোকা চেনার উপায় : ১০ মিলিমিটার (৪ ইঞ্চি) আকারের হালকা হলদে থেকে হালকা বাদামি পাখায়ুক্ত মথ। পাখামেলা অবস্থায় ১৮-২৩ মিলিমিটার। উভয় পাখায় আড়াআড়ি কালো রেখা আছে।

ক্ষতির ধরণ : কীড়া অবস্থায় পাতা মোড়ায় এবং সবুজ অংশ খায়। এটি সাধারণত কচি পাতাগুলো আক্রমণ করে থাকে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি পরিষ্কার পরে রাখুন। ডাল পুতে পাখি বসার ব্যবস্থা (বিঘা প্রতি ৮-১০ টি) করুন। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : ডাঁটা শাক

পোকার নাম : লেদা পোকা

পোকা চেনার উপায় : এ পোকাকার ডিমগুলো গাদা করে ছাদের টাইলসের মত একটির উপর একটি সাজানো থাকে। কীড়ার মাথা লাল এবং হালকা থেকে হলুদাভ সবুজ বর্ণের। শরীরের পিঠের দিকে লম্বালম্বিভাবে সমান্তরাল তিনটি ডোরা দাগ থাকে। শরীরের উভয় পাশে দুটি লম্বালম্বি দাগ থাকে।

ক্ষতির ধরণ : এক সাথে অনেকগুলো কীড়া কপির বর্ধনশীল অংশ খেয়ে ফেলে। ফলে কপির মাথা নষ্ট হয় এবং খাওয়ার অনুপযোগী হয়। পাতার সবুজ অংশ খেয়ে বড় হতে থাকে। এভাবে খাওয়ার ফলে পাতা জালের মত হয়ে যায়। পাতায় অনেক কীড়া দেখতে পাওয়া যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে, ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগাম বীজ বপন করুন, সুসম সার ব্যবহার করুন, সঠিক দুরত্বে চারা রোপন করুন, চারা লাগানোর এক সপ্তাহের মধ্যেই জমিতে ফেরোমন ফাঁদ পাতুন। বড় কীড়া গুলোকে ধরে ধরে মেরে ফেলুন।

[সেঞ্জ ফেরোমন ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

অন্যান্য :

পোকাসহ আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করা বা পুড়ে ফেলা;তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার নির্যাস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা;

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা -মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী-২০১৩।

ফসল : ডাঁটা শাক

পোকাকার নাম : ফ্লি বিটল পোকা

পোকা চেনার উপায় : প্রায় ১.৬ (০.০৬ ইঞ্চি) মিলিমিটার লম্বা ডিম্বাকার চকচকে নীলচে সবুজ বা ঝিকিঝিকি কালো রঞ্জের শক্ত পাখায়ুক্ত পোকা।। পূর্ণাঙ্গ পোকা চারা গাছের পাতা লম্বালম্বি ভাবে কুঁড়ে খায়।

ক্ষতির ধরণ : পূর্ণ বয়স্ক ও বাচ্চা উভয়ই ক্ষতি করে। পূর্ণ বয়স্করা চারা গাছের বেশি ক্ষতি করে। এরা পাতা ছোট ছোট ছিদ্র করে খায়। আক্রান্ত পাতায় অসংখ্য ছিদ্র হয়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক, নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-রিপকর্ড ১০ তরল অথবা সিমবুশ ১০ তরল ২০ মিলিলিটার / ৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করুন। চারা গাছ জাল দিয়ে ঢেকে দিন। আগাম বীজ বপন করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন। সঠিক দুরত্বে চারা রোপন করুন।

অন্যান্য :

১ কেজি মেহগনি বীজ কুচি করে ৫ লিটার পানিতে ৪-৫ দিন ভিজিয়ে হেঁকে ২০ গ্রাম সাবানের গ্যাড়া ও ৫ গ্রাম সোহাগা মিশিয়ে ২০ মিনিট ফুটিয়ে শীতল করে ৫ গুণ পানিতে গুলে স্প্রে করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : ডাঁটা শাক

পোকাকার নাম : ঘোড়া পোকা

পোকা চেনার উপায় : পাখা গাঢ় বাদামি রঙের। ডিম ছোট গোলাকার, মেটে সাদা। কীড়া সবুজ তবে হালকা কাল হতে পারে। দেহে লম্বালম্বি গাঢ় ডোরাকাটা দাগ আছে। শরীরের পিছনের তুলনায় সামনের দিক অপেক্ষাকৃত সরু।

ক্ষতির ধরণ : পাতা খেয়ে পাতায় ছোট বড় ছিদ্র করে ফেলে। এ পোকা উপকারি পোকা দ্বারা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তাই তেমন ক্ষতি করতে পারেনা। তবে এদের সংখ্যা বেশি বেড়ে গেলে ক্ষতি সাধন করতে পারে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

অতি আক্রমণ না হলে রাসায়নিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন নেই। অতি আক্রমণে সাইপারমেথরিন জাতীয় বালাইনাশক (যেমনঃ কট বা ম্যাজিক ১০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) সকালের পরে সূজের দিকে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রভুতি :

জমি পরিষ্কার পরচ্ছন্ন রাখুন। জমির আশে পাশে আগাছা থাকলে তা পরিষ্কার করে ফেলুন। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : ডাঁটা শাক

রোগের নাম : ডাটার ছত্রাকজনিত ঢলেপড়া রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক /ব্যাকটেরিয়া

ক্ষতির ধরণ : প্রথমে কচি পাতা ঢলে পড়ে বা নিচের বয়স্ক পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়। প্রথম দিকে গাছের অংশ বিশেষ, কয়েক দিন পরে পুরো গাছ ঢলে পড়ে। আক্রান্ত কাণ্ডের ভিতরের অংশ কাল বাদামি রঙ ধারণ করে, পানি গ্রহণে বাঁধা দেয়। গাছের গোড়ার প্রায় ২ ইঞ্চি ডাল কেটে পানিতে ৫-১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে যদি কাটা অংশ হতে কোন রস বের না হয় ,পানির রঙের কোন পরিবর্তন না হয় তাহলে ছত্রাকের আক্রমণ বুঝতে হবে। বের হলে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কাণ্ড , পাতা

ব্যবস্থাপনা :

ছত্রাকের আক্রমণ হলে ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন (রিডেমিল গোল্ড ২০ গ্রাম) অথবা কার্বান্ডিজম জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন (এইমকোজিম ৫০; অথবা গোল্ডাজিম ৫০০ ইসি ১০ মিলি /২ মুখ) ১০ লি পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন পরপর ৩ বার গাছের গোড়ায় ও মাটিতে স্প্রে করুন। আক্রমণ বোধ হলে প্রথম থেকে প্রতি লিটার পানিতে ২গ্রাম রোভরাল মিশিয়ে স্প্রে করুন। ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণ হলে ক্ষেতের মাটিতে বিঘা প্রতি ২ কেজি হারে ব্লিচিং পাউডার ছিটাতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

মাঠ পরিদর্শন। চাষের আগে প্রতি শতাংশে ১-২ কেজি ডলো চুন ব্যবহার করতে হবে। ফসল কাটার পর আক্রান্ত জমি ও তার আশে-পাশের জমির নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : ডাঁটা শাক

রোগের নাম : ডাঁটা পাতার দাগ রোগ

রোগের কারণ : এক ধরনের ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগে পাতায় বৈশিষ্টপূর্ণ দাগ দেখা যায়। দাগের কেন্দ্র বাদামি বা সাদাটে এবং কিনারা কালচে ও হলুদ হয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কাণ্ড , পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

বোনার আগে বীজ শোধন করুন। সুস্থ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। ফসল সংগ্রহের পর পরিত্যাক্ত অংশ ধ্বংস করুন।

[বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন। আক্রান্ত পাতা ও ডগা অপসারণ করে মাটিতে পুতে ফেলা বা পুড়িয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩।

ফসল : ডাঁটা শাক

রোগের নাম : সাদা মরিচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতায় মরিচার মত দাগ দেখা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

প্রপিকোনাজল জাতীয় বালাইনাশক (যেমন: টিল্ট ২৫০ ইসি ৫ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পরপর ৩ বার শেষ বিকেলে স্প্রে করতে হবে। বালাইনাশক ছিটানোর পর ১৫ দিন ফল তোলা থাকে বিরত থাকুন।

[বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

গাম বীজ বপন করতে পারেন। সুষম সার ব্যবহার করুন। রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ করুন। আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না।

অন্যান্য :

আক্রান্ত ফল,পাতা ও ডগা অপসারণ করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩।

ফসল : ডাঁটা শাক

রোগের নাম : গোড়া পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত গাছ হলুদ রঙ ধারণ করে,গাছের গোড়ার পচন লাগে, শিকড় নষ্ট হয়ে যায়। পরে গাছ ঢলে পরে শুকিয়ে যায়।।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ডের গৌড়ায়

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের অবশিষ্টংশ পুড়িয়ে ফেলুন। মাটি শোধন করুন। জমিতে পানি নিকাষের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

[বীজতলা বা জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩।

ফসল : ডাঁটা শাক

রোগের নাম : এনথ্রাকনোজ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতায় গোলাকার দাগ দেখা যায়। কুয়াশায় পাতার পচন লক্ষ করা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়ে , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালানিশাক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালানিশাক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। নিবিড় পর্যবেক্ষণ জরুরী। পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করুন, সুসম সার ব্যবহার করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩।

ফসল : ডাঁটা শাক

ফসল তোলা : ফুল আসার আগে ডাঁটার মাঝামাঝি হাত দিয়ে চাপ দিলে যদি মটাৎ করে ভেঙে যায় তাহলে বুঝতে হবে শাক বিপন্ননের উপযোগী হয়েছে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : ডাঁটা শাক

বীজ উৎপাদন :

দুটি জাতের মধ্যে ২০০ মি. দূরত্ব বজায় রাখুন। বীজ উৎপাদনের জন্য লাইন থেকে লাইন ১৫ ইঞ্চি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৮-৯ ইঞ্চি; রোগ-পোকা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় বালানিশাক প্রয়োগ করুন বীজ কালো রং ধারণ করলে সংগ্রহ করুন। ফল হাতের তালুতে নিয়ে ঘষলে সহজে কালো বীজ বের হয়ে এলে বীজ সংগ্রহ করুন। বীজ কালো রং ধারণ করলে সংগ্রহ করা যাবে।

বীজ সংরক্ষণ:

বীজ কয়েক দিন রোদে শুকিয়ে ৮% আর্দ্রতায় এনে প্লাস্টিক/টিনের কৌটা/ ড্রাম, পলিব্যাগ প্রভৃতি বায়ুরোধী পাত্রে বীজ পূর্ণ করে মুখ ঝাঁটকে সংরক্ষণ করুন। বীজপাত্র অপূর্ণ থাকলে বা পাত্রের মুখ ভালভাবে না ঝাঁটকালে বীজের গজানোর হার কমে যাবে। বীজ পাত্র চিহ্ন/লেবেল দিয়ে ঘরের ভিটিতে না রেখে শুকনা ও ঠান্ডা স্থানে মাচায় রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

[কৃষি তথ্য সার্ভিস \(এআইএস\), ২৭/১০/২০১৮](#)

ফসল : ডাঁটা শাক

বীজপ্রাপ্তি স্থান :

[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন \(বিএডিসি\) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন](#)

সার ও বালানিশাক প্রাপ্তিস্থান :

নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালানিশাক বিক্রেতার নিকট হতে বালানিশাকের মেয়াদ যাচাই করে বালানিশাক কিনুন।

সার ডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

যন্ত্রের নাম : মই

ফসল : ডাঁটা শাক

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

কায়িক শ্রম

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

জমি চাষে ব্যবহার করা হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরণ এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ারি, ২০১৮।

যন্ত্রের নাম : কোদাল

ফসল : ডাঁটা শাক

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য ফসল তোলা ও পরিচর্যায় ব্যবহার হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরণ এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ারি, ২০১৮।

ফসল : ডাঁটা শাক

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

মাথায়, বুরিতে বা ঠেলাগাড়িতে করে।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

রিক্সা, ভ্যান, মিনি ট্রাক।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

আটি বেঁধে স্থানীয় হাটবাজারে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

বিভিন্ন আকারের মুখি বেঁধে/ প্লাস্টিক কন্টেইনারে দোকানে, শপিং মলে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।